নাইওর

✍️দীপান্বিতা রায় সরকার

এলায় না হয় বেলায় বেলায় যাও
রাতি হইলে আন্ধারিয়া ঘাটা,
মনটাও মোর বাপের ঘরত পড়ি
মাও টাও মোর চায়া আছে ঘাটা।
বিয়াও হইল শুন পাথারির দ্যাশে..
ছাড়ির নাগিল বাপের দ্যাশের মায়া,
ফম পাশুরি গেইলেক সগায় মোক
নাইওর আসিল বছর ঘুরি যায়া।
মাঝি, এলায় না হয় বেলায় বেলায় যাও..
হেলায় হেলায় বেলা গেইল গড়েয়া,
বাপের দ্যাশত পৌছি গেইলে পড়ে
দুই কড়ি বেশীই দিমো ভেলা।

****

"I am not a saint, unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying."

−Nelson Mandela

স্মৃতি কণা

✍সুস্মিতা পুরকায়স্থ

সংস্কৃত বিভাগ

সুদূর স্মৃতির পাতা উল্টালে দেখতে পাই
শুধু তুমি আর তুমি।
তুমি যে আমার বড় আপন
তুমি যে আমার প্রিয়জন।
তোমাকে ঘিরে আমার যত জল্পনা
আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা।
তুমিই আদি, তুমিই অন্ত
তোমাকে পেয়ে আমি প্রাণবন্ত।

****



বিধুয়া

✍রুপালী ঘোষ রায়

কপাল! কপাল! তামানে কপাল! তা না হলে নাই দুনোতে অত বড়ি শক্ত গছটা উপড়ি পড়ে? শিপা ছিন্ডি গোঁড়ালি ভাঙ্গি পড়ি গেলেক চখুর সামনোতে। গাভুর চেংরা, বিয়াও হবার দুইখান বচ্ছর হৈসে। বুদ্ধি করিয়া সংসারটা ডাঙ্গে নিসে। সুক্কের দিন। দুই চাকাও কিনিসে। আর ওইটায় হোলেখ কাল। মাইয়া ভাত বাড়িসে, ভাতের থাল থুয়া গাড়ি ধরি বন্দর গেলেক ।এক মিনিটের কাম। চলি আসিলেখ হয় তকারি সাজাইতে সাজাইতে। কিন্তুক----।

সাদা ধবধবা কাপড়াত আজি সুন্দরীর কালা দাগ। কালি কিনা যায় নক্ষী মাইয়া কৈছে, আজি তায় মুখ মুচুরি চলি যায়। নাই কাথাতে কেরকেটুর মাও ধাপুড়ি কাটি কোলেক, "গাভুর আড়ির আরো অত কাথা কিসের? এই কিনা বৈয়সে ভাতারের মাথা খায়া বিধুয়া হলু, আরো ফটরফটর আও কাড়িস।"

সুন্দরীর জগতটা আজি খালি একটায় কাথা দিয়া গড়া, "বিধুয়া"। বিষের শিশিটা গালাত ঢালি দিয়া মরা ভাতারের ফটোকখান বুকোত ধরিয়া সুন্দরী কোলেখ, "তুই তো মরিস নাই, মোক মারি গেইছিত বিধুয়া করিয়া। মাফ করিস, তোরেঠে যাছো। তাহো বিধুয়া হয়া থাকির আর পারিনু না।"

চিতার ওগুন হাওয়াত কত দূর দূর উড়ি যায়। ভাল করি দেখিলে মানসি ছিনি দেখা পালেক হয়, "ওগুন না হয়, উড়ে বিধুয়ার মনের জ্বালা।"

****

“বিখ্যাত না হয়ে জীবন কাটালেও সুন্দর জীবন কাটানো সম্ভব, কিন্তু জীবনের মত জীবন না কাটিয়ে বিখ্যাত হওয়া কখনও সুন্দর জীবন হতে পারে না”

– ক্লাইভ জেমস

মাকেড়ার জালসি

✍রুপালী ঘোষ রায়

ঝাড়িবার একদিন হৈলেক না নাই, বেহেয়া মাকেড়াটা আরো জালসি পাতির ধরিসে। ইলা সিঞ্জার মাথাত বাঁধীনির ফান বানায়া খাড়া হয়া থাকিলেক। গাইল পারেছে, "মড়াটা, আজি আরো মোর ঘর দুয়ারত জালসি ফেলেবার চাছিত? রহিস তোক দেখাছো।"

হুপাথে একটা জিটি। ইলার কাথাত "ঠিক, ঠিক" করি উঠিলেক।

একেনা তিতিলি জালসির বগল দিয়া উড়ি যাছে। ইলার মনটা মাকেড়া ছাড়ি তিতলির পাথে দৌড়াইল। ঢক দেখিলে কায় উতলা না হয়? ইলা ভাবেছে ঢকের তিলতিটাক জালসিত পরির দেওয়া যাবে না। হুদি জিঠিও তিতলিটাক দেখেছে।

ইলা জিঠিক কোলেক, "তুইও তো মোর ঘরোত হাগিস। তোর গু বিষ। খোরাকোত পড়িলে মরিও যাবার পারো। "

ইলা তিতলিটাক কোলেক, "ফুল ছেড়ি তুই বা ক্যানে ঘর সন্দাছিত? পালা তুই।নাইতে হয় জিঠি, না হয় তে মাকেড়া তোক খাবে। তোর ঢক আছে, বিষ নাই। এইটায় তোর দোষ। "

তিতলি ইলার মাথার উপর দিয়া ডেনা মিলি উড়ি গেলেক।

ইলা শুনিলেক তিতলি কছে, "মোর ডেনা আছে। উড়ি যাবার পাং। "

তিতলি চলি গেলে মাকেড়া আর জিঠি দনোঝনে নিহাই নাগালেক। মাকেড়া কছে জিঠিক, "তুইও পালো নাই, মুইও পানু নাই। তোকো খেদাবে, মোকো খেদাবে। "

জিঠি কছে, "মানসির ধরমে এই মতন। উমরা হামাক দুষে। মুই আছো তানে ছোট ছোট কিড়া গিলাক খাও। মশো, মাছি, পিঁপিড়া তামান। "

মাকেড়া কছে, "মুইও জানের দায় আছে বুলি জালসি পাতাও। মুই খায়া দায়া মোটা হোম। সেলা মোক খাবে মোর মাইয়াটা। তায় ছিনি উয়ায় মোর বংশ দুনিয়াত আনিবে। "

জিঠি কছে, "তোর মাইয়াটা তোক খায় ক্যানে? "

--মোক না খালে উয়ায় পোয়াতি হোবে কেনং করি?

--মোর মাইয়া তো মোক না খায়।

--বিধাতা যাক যেমন কপাল দিসে তায় তেমন হবে।

--মানসিগিলা নানান মতন। হামেরায় এথে মতন।

--কায় কোলেক? তুই তো জীবন বাঁচের তানে অঙ বদলাইস। কিছু কিছু মানসি তোর মতন। মুই শিকার ধরিম তানে জালসি পাতো। কিছু কিছু মানসি মোর মতন। তিতলি ফুলে ফুলে মধু খায়া উড়ি পালায়। কিছু কিছু মানসি সেই মতন। ইলাটা হামাক খেদেবার চাছে ঘরের ঢকের তানে। জানিস না উয়ায় হামাক দয়া না করে ক্যানে?

--ক্যানে?

--আজি উয়ার সাধের ভাতারটা ঘর আসিবে। ভাতারটা ধাগেড়া হলে কি হোবে, শেটিয়াল। ইলা ভাতারটার টাকার অস শুষি খায়া একদিন মাও হোবে, শাশুড়ি মাও হোবে। আর তামান যেলা নেওয়া হয়া যাবে উয়ার ভাতারেরঠে থাকি, সেলা নিজে বাঁচিবার তানে বুড়াটাক ডাইঘরাত পাকতার দিবে। ইলাটা আসলে মোর মাইয়ার মতন।

সিঙ্গা দিয়া ঝাড়াৎ করি ঝাড়ন দেয় ইলা, মাকড়ার জালসি ঝরি পড়ে।

ঘরদুয়ার চকচকা দেখিলে ভাতারটা খুশি হোবে থিব, ইলার মনত নানান ভাবনা জালসি পাতে।

****

ভোক

✍কল্লোল রায়

হাতাস্ নাগে,
ঘোপার কাদো মাটিৎ হাটুয়া তলে যায় ।
বাইষ্যা আসিলে থৈ থৈয়া জল ।
ডাঙাৎ খাড়া হয়া ঢুল্কি দ্যাখোঙ্ ঘার ভাঙি,
দৈন্যা ক্যামন্ দিরিম্ দারাম্ করি ভাঙি পরে ।
মুই আরো পাছে আইসোঙ্,
ঘোপা বারিতে থাকে ।
ইয়ারে ভিতিরা কোন সমে বা দখল ধরি মান্সি সোনা ফলায় ।
আর মুই উপাসি প্যাটোৎ টস্ খায়া চায়া থাকোঙ্---

****

ইচ্ছে

✍কল্লোল রায়

ইচ্ছে তো অনেক থাকে
যেমন পছন্দের মানুষটার হাতে হাত রেখে চাঁদের আলোয় সাঁতার দেয়া
অথবা নিঝুম রাতে ঝিঁঝি পোকার কলতানে পাশাপাশি হাটা।
ইচ্ছেতো অনেক থাকে
যেমন কাছের মানুষটার সাথে পাড়ে বসে জলের ঢেউ গোনা
অথবা টিলার মাথায় কাছাকাছি দাড়িয়ে দূরে-
ঐ বাঁশঝাড়ের ওপারে সূর্যের মিলিয়ে যাওয়া দেখা ।
ইচ্ছে তো অনেক থাকে
যেমন মনে যে মানুষটাকে ঠাঁই দিয়েছি,
বটের ঝুড়িতে দোলনা পেতে তাকে একটু দুলিয়ে দেয়া
অথবা শান্ত বিকেলে সবুজ মাঠের মাঝে চিৎ হয়ে শুয়ে দুজনাতে স্বপ্ন বোনা
ইচ্ছেতো অনেক থাকে,
ইচ্ছেতো অনেক থাকে প্রিয়, হায় ইচ্ছেরা দেয় না দেখা
ইচ্ছের ফেরে কেটে যায় দিন পথ চলে যায় একা ।
তবু ইচ্ছেরা বেঁচে থাক
ইচ্ছে ডানায় উড়াল দিয়ে সই এ বেলা তো কেটে যাক !
****

দ্যাখিয়া আসি

✍ঝড়ু রায়

সইঞ্জাবাতি চলো ক্যানে দ্যাখিয়া আসি

দুইঝনে যামো ভাটিবেলার সমাই

সইঞ্জা হোলে আসিমো ফিরি।

ঝিম ঝিম ঝিম ঝরেছে ঝরি

নাথোয়া হাটের বগলত ঝধেধাকা নদী

বাসেনা ছাড়েছে পাতাগাভুর কুমারী মাটি।

চলো ক্যানে দ্যাখিয়া আসি

ভাউয়ান গানের কারখানার ভূমি

মইষাল বান্ধেছে গান বাথানত বসি।

মাহুতগিলাও শুনাইতো গান

হস্তি হস্তিনি হস্তিকইন্যার জুড়াইতো পরান

বাতাসোত ভাসিয়া বেড়াইতো সেই গান।

আজিও গান শুনি মজেছে পরান

হে মোর প্রিয় ভাউয়ান গান

ভাওয়াইয়া হয়া আজি বাড়াছিত মান।

চলো ক্যানে দ্যাখিয়া আসি

স্বপনে বসি শুনিমো চপরআতি

না, না করো হে সইঞ্জাবাতি ।

****

কঠিন অসুক

✍ঝড়ু রায়

হটাৎ ঠিক দুপরসমে বুকের অক্ত উঠিল চলকি

কায় ভানি টোলোডোং টোলোডোং করি

দোতরা ডাঙেয়া কইল্— তোক মুই চাও তোকেই চাও

ক কবারে নাগিবে আজি— তুইও কি—

চ্যাঙড়িটা উঠিল চমকি

ঝসি উঠিল নাকটা, ফোটা ফোটা জমিল জল

সুলকির কোনার গ্যান্দাইবাবুরী

ফুলগিলাও শরমতে কাহিল।

কিন্তুক কুনোপাথে কাহয় নাই

আশমান কি ভাঙি পড়িল ভাই?

চুড়া ভুকা ছাম গাইনের শব্দ সূয্যোক ঢেক্কে ওঠায়

মুরগাগিলাও এলার্মের মতন হামাক জাগায়

হিদি বিনা ম্যাঘে পড়েছে জল, নুটিলাও ভিজিয়া ঢোল

বিনা দরিশনে আজি আরো আসিল

পিরিতের নিমত্তন দ্যুনের মতন

ভাদোর মাসোত কুহুলীর চটকা গান ।

ঝুনি বান্ধ ভাঙি ভাসাছে অথাও জমা জল

অন্তরের আগিনাত ঝুনি দৌড়াছে ভরা যমুনার জল

বাঁশি ছাড়ি রসিক কালা আজি ক্যানে

দোতরা দিয়া দ্যাছে কিসের নিমত্তন

মরিয়া মারিল, মরিলেক দুইঝন

মনত জ্বলেছে ফাগুনের অঘুন দ্বিগুণ

নিভালে নিভেনা ঢালিলে সাগোরের জল

ক্যানে যে হইসে কঠিন অসুক পিরিতির সিজ্জন।

****

ব্যক্তবীজি

✍ দোলন দাস মণ্ডল

তখনও জানিই না কার নাম প্রেম
মাটি খুঁড়লে শরীর আর যন্ত্রণাই উঠে আসে শুধু
তুমি তার ওপর বড় যত্নে জড়িয়ে দাও শাড়ি
আমি ভাবি এর নামই প্রেম বুঝি....
তারপর কোন এক ভোরে,
এক ঝটকায় খুলে নিলে শাড়ি-
তুমিও নগ্ন হও, নগ্ন হয় প্রেম....
আঁশটে গন্ধ ঠেলে তখনও প্রেম খুঁজি....।।

****

অমূল্য

✍ দোলন দাস মণ্ডল

ওই যে ছেলেটা...

চালচুলোহীন, বাউন্ডুলে...

প্রখর রৌদ্রে কৃষ্ণচূড়ার তলে দাঁড়িয়ে থাকতে

ওকে কতদিন দেখেছি।

দেখেছি, গাঙুরের ধারে বসে থাকতে...

গোধূলির লাল মেখে কি যে ভাবে ছেলেটা...!

ফেরার তাড়া নেই...

বেলার হুঁশ নেই...

অদ্ভুত!

অগোছালো...

সেদিন বিকালে ফিরছি,

হঠাৎ তার সাথে মুখোমুখি দেখা

ঘোর ঘোর চোখে কি যে দেখে...

কি খেয়ালে,

একখান পালক পকেট থেকে বের করে

গুঁজে দিলো চুলে।

তারপর এক গাল হেসে বলে,

'এইবেরে মানিয়েছে বেশ'।

ঘরে ফিরে নিজেকে দেখি,

তোমার দেওয়া ডায়মন্ডের সেট'টা পরেও

আমাকে এত ভালো লাগেনি।

****

সাইঞ্জা বেলা

✍মৃন্ময় রায়

সাইঞ্জা বেলা তুলসিতলাত,
জ্বলিচে মাটির বাতি।
দেওয়াটা ম্যালে ধরিচে,
চান তারার ছাতি।।

সাইঞ্জা বেলার পানিত,
ভিজি গেইচে মাটি ।
খুলাচুলে ডেগরত ঘুরেচে,
কার ঘরের বেটি।।

ডেগরের ধারত ফুটিচে,
ভাউটির ফুল থোকাথোকা।
তারে মাথাত উড়াচে,
জোনাকি পোকা।।

বটের ডালত বসিয়া,
পেঁচা দেসে ডাক।
দহলা থেকে আসেচে,
খেক শিয়ালের হাক।।

রাতিচরা পখিটা
দিঘির জলত ঝাপিয়া পড়ে।
চান্দের আলোতে,
জল টলমল করে।।

শুনা যায়না শহরের
চেচামেচি আর কোলাহল।

আন্ধারতে চেচায় মরে

ঘুগুরি পকার দল।।

গাছের ডালত ঝুলিয়া,

বোগঢোল খাচে ফল।

দেখিয়া মনে হচে আজি,

গ্রামত নামিচে রুপের ঢল।।

****

জানঞ মুই

✍সঞ্জয় বর্মন

জানঞ মুই সূর্য এ্যাকদিন উঠিবে

আজি যতয় আন্ধারে হউক,

ভ্যাড় কাদোয় যতয় পিছলায় হউক

আসুক যতয় বানা বর্ষণ

সিরসটিরে ল্যাখা

আন্ধারের পাছৎ আলো।

মুই না থাঞ হাতাস না থাঞ ভয়

বুকৎ থাকে যদি কলিজা

ঐ দূরান্তর পিরথিবী করিম জয়।

জয় করিম পাহাড়-পর্বত

ঐ আগুনের চূড়া ভিসুভিয়াস

এই মাটি খানৎ আনির চাঞ

মিঠানি বাতাস,সাইম্যর গান

আনির চাঞ সগারের মুখৎ হাসি

ভালবাসা।

এই মাটির ছাওয়া হামরা

সগারে হাতৎ দিবার চাঞ

গ্যানদা গোলাপ।

হামরা সগাকে ভালবাসির চাই

হামরা সগাকে নিয়া এ্যাকটে থাকির চাই,

দূরদ্যাশ আজি য্যামন বগলৎ

ভাওইয়ার সুর য্যামন দ্যাশ বৈদ্যাশৎ

ত্যামনে হামরা দূরদ্যাশ জয়করির চাই।

পিরথিবির মাঝৎ নিজোকো বড় করি

পরমান দিবার চাই,

হামরা আরও আগে যাবার চাই,

ঐতো-

ঐতো, ব্যালাটা উঠিছে পূবত।

****



মুক্তির স্বোয়াদ

✍সঞ্জয় বর্মন

হামরা মুক্তির স্বোয়াদ চান্দাই,

যেটে না থাকিবে পরাধিন

সগায় হবে স্বাধীন---

জল,থল,পাতাল,সৌগতে থাকিবে অধিকার

মুক্ত পখির মোতন উরাবে সগায়,

মাছ রাঙা পখির মোতন বসিমো ঝিলৎ

টিলটিলা জল, পশ্চিমৎ ভাসিবে বাঘধেনুক

উড়াবে ধওলা বগের দল---

বাতাসৎ ভাসিবে গানের সুর,

কামিনি আর কৃষ্ণচূরার ফুটিবে ফুল,

মুক্তির স্বোয়াদ, মুক্তির স্বোয়াদ,

ভাঙি ফ্যালামো ঐত্যাচারির হাত

করিমো পিরথিবি জয়

উরামো জয়ের নিশান

মুক্ত হমো, মুক্ত হমো,

হাসিমো আলনদোত।

উরিমো হামা গগনৎ

ডুবিমো সমুদ্দুরের তলৎ

মায়াময়ী স্বরশতথি দেবির আনিমো বরং

করিমো গান,

সুরের আলনদোত ভাসামো বিশ্বক

কত সোন্দর মুক্তির স্বোয়াদ।

****

মাও আসিছে

✍ পিয়াসা বর্মন

আসিল পূজা খুশির দিন
পালেয়া গেইল চখুর নিন।
মন বইসেনা পড়ার ঘরোত
ঢাকের বাইজন পত্তি মোরত।
ঢাকের পিঠিত পড়িল ডাং
মনটা করে উড়াং বাইড়াং।
কাশিয়া নাচে নদীর পাড়ত
পূজার সাজন সগারে ঘরোত।
আসিল মাও বসিল পাঠে
হাইস্য আমোদে দিনলা কাটে।
নয়া খুশিত বইসে হাট
বামন করে মন্তর পাঠ।
ডিগির জলত পদ্ম হাসে
মাও দূর্গার চরণ আশে।
নয়া জামা নয়া শাড়ি
আলোত ভাসে সগারে বাড়ি।
ইয়ায় আইসে উয়ায় যায়,
চলে ভাবের ভাব বিনিময়।
সাজে সরস্বতী লক্ষ্মী মাতা
কার্ত্তিক গনেশ সিদ্ধিদাতা।
সগারে উপরা ভোলানাথ
দূর্গা মাওক করে আশুরবাদ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবতাগন
সগায় করে অস্ত্রো দান।
অট্টহাইস্য অসুর হাসি,
খাড়া হইল মাও'র আগোত আসি।
করিবে মাও অসুর বধ
বাঁজে শঙ্খ ঢোল ঢাক।
সগায় মিলি যোগার দ্যাও
মাওক বরণ করি ন্যাও।
আইসো মাও বইস ঘরে
ধূপের গন্ধে মনটা ভরে।
ভাইলা নাথান পুজার পসাদ
প্যাট ভরে খাই খিসরি ভাত।
আসিল পুজা সগায় সাজিল
মাওয়ের পুজাত হিদয় মাতিল।
আলন্দ ফুত্তিত ভরেয়া মন,
পুজা করো মাওয়ের চরণ।

****

“সফল মানুষেরা কাজ করে যায়। তারা ভুল করে, ভুল শোধরায় কিন্তু কখনও হাল ছাড়ে না”

– কনরাড হিলটন

ডেকুয়া মরার দশা

✍ পিয়াসা বর্মন

গাও জ্বলে তোর ছ্যাঙটা আও
না কইস বারে বারে
চোখু ডাঙিরি ঠ্যাং ভেকিরি
ফাকতে ঝগড়া করে।
দুই সতিনের য্যামোন কাচাল
কাউয়া না খায় জল,
মইদ্যো খানোত ডেকুয়া মরা
ভাবের চান্দায় ছল।
বড় গিত্তানি ফিকরি আসি
মলেয়া দ্যায় কান
ছোট্ট গিত্তানি দৌড়ি আসি
চুল ধরি দ্যায় টান।
কাহো কয় ডেকুয়া মরা
ছাড়ি দে তুই মোক
কাহো কয় মোক চিনিস নাই
তামশা দেখাইম তোক।
সখ মিটিছে ডেকুয়া মরার
দুইটা বিয়াও করি,
রাগের চোটে দুই সতিনের
ধোরকা দিলেক ঝারি।
গোসা হয়া একঝনে এলা
না খায় বাড়িত ভাত,

আর একঝনে কান্দিকাটি

আগুন নাগায় গাত।

আশপরশীর নিন পালাইছে

পাতায় না যায় কান,

নাই আগুনোত জ্বলি উঠে

গোটায় টারি থান।

ন্যাওতো এইলা ডান্টাকাচাল

কার পরানে সয়?

মনের দুখে ডেকুয়া মরা

বাড়ি ছাড়ি দ্যায়।

ডেকুয়া মরা ভালে পাইল

দুইটা বিয়ার তাল

আর কাহো বোল য্যামোন না করেন

দেখিয়া শিখা ভাল।

****

“একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের নামে তোমার কাছে কিছু বললে তাতে কান দিও না। সবকিছু নিজের হাতে যাচাই করো।”

– হেনরি জেমস

বাচ্চাবেলা

✍উদাসী বাউল

বাচ্চা বেলাত শুলটি বাড়িত খেলাছি নুকা-টুক
ঠাউমার মুখোত ঘোং শুনিয়া কাপিছে জালা বুক।
বাউকচা বাড়িত ভাত আন্দা খেলাছি জোটো হয়া
পূজার সমায় কান্দি কাটি হামার নাগিছে জামা নয়া।
খুটার গাড়ি বানেয়া টানি, কত উবাছি মাটির মাল
ডাবরি বাড়িত বাহ দিছি বানেয়া গামছার জাল।
হাইলচা ধরি বসিয়া কত খেলাছি কপাল টোকা
পড়া না পায়া কানমুচুরি খাছি নাইযে নেকাজোকা।
ভূরিপিট্টা খেলেয়া হছি ধূলাতে ন্যাটের প্যাটের
আবোক কছি ডাকনীবুড়ি শুনিয়া ক্যাটের ম্যাটের।
কোনবা দিন ডিঘি পাউকচি করিছি চখু নাল
টোপলা করি খাবার নিগাছি বাবা জুরিছে যেঠে হাল।
চুপ করিয়া ডোগা ডুগী খেলাছি জমুরা গাছত
নাট্টাউ করি বিরি বেড়ের গেছি, ঠাকুরদার পাছত।
ভাল্ ভাল্ গুড্ডি বানাছি বগলার আটা দিয়া
গয়ো বানেয়া গুটি খেলাছি প্যাটত ভোগ নিয়া।
চৌখের আগালোত দিনলা এলাং ভাসি উঠে
বাচ্চা বেলার সাথীলা মোর আছেযে কোঠে কোঠে।

****

"ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য – এই তিনটিই হলো বন্ধনের ত্রিমূর্তি"

-স্বামী বিবেকানন্দ

জয় হউক মাও মনসার

✍পিয়াসা বর্মন

কান্দে চাঁন্দে বেটার শোকে

বেহুলা পুণ্যবতী

সতীর বলে বাঁচে আনিছে

নিজের মরা পতি।

ছয় পুত্র মরিছে চাঁন্দের

পুত্র লখিন্দর,

মনসার তানে বানেয়া দিছে

লোহার বাসরঘর।

বিধির ল্যাখন নাহয় খন্ডন

অইনা বাসর ঘরে,

মরন হয়া লখিন্দরক

মনসা দংশন করে।

মরা সোয়ামি ভুরাত নিয়া

বেহুলা সুন্দরি,

নদী নদী ভাসি যায়

যায় স্বর্গ পুরি।

মনসা দেবী ছল করিছে

চাঁদ সদাগরে সনে

মত্যলোকে তার পুজার পোচার

হয় ভাবে ক্যামনে।

শিবের ভক্ত চাঁদ সদাগর

না পুজে মনসা,

তারে তানে মনসার বিষে

মরে চাঁন্দের বেটা।

পদ্মা পুরাণত গাঁথা আছে

বিষহরী মাও'য়ের কথা।

মনসা মঙ্গলে পাওয়া যায়

মা মনসার কাহিনী,

ক্যাংকরিয়া বেহুলা সতী

বত্তাইল আপন সোয়ামি?

****

সাধের পনতা

✍রেনু বর্মন

কাচা মরুচ টেগগে দিয়া,

আলুর ছোবার সানা দিয়া,

পনতা ভাতের কী যে মজা আইও!

কাচা তেলের ছিটা কোনেক,

কাচা পিয়াজির ফালা কোনেক,

মনের হাউসে খাচঙ আজি মাইও!

ভোলা মাছের শুকটা দুইটা,

আথার ওগুনোত ছুবিল মাইটা,

তাকে ধরি নাগিল কাড়াকাড়ি।

ছাওয়ালা করেছে কাউ কাসাং,

মুইও কছ আগত থাং,

বুড়িটা কছে -"মৈরলে বাচং বাপো"।

মাছকিলা বেটির নাই ভরে প্যাট ,

করিয়া আছে মাথাটা হ্যাট ,

তিন ক্যাচালের হুইসে বাড়িঘর ।

ছাওয়ায় ছোটোয় মানসি সাত ,

ভ্যান চালেয়া জুটায় ভাত ,

তারে বাদে পনতার টানাটানি ।

খাইয়াটাও করেছে খিরিম দিরিম ,

মুই কি আধা পেটি উঠিম ?

এইলা জ্বালা কার দেহাটা সয়?

****

বুড়া -বুড়ি

✍রেনু বর্মন

একেনা বুড়া ভয় পাদুরা

দিনোতে ভয় খায়।

আতি হইলে বুড়ির গোরোত

চেরকেটেয়া অয়।

বুড়ি কেনার সাহস বেশি

ভয় হাতাস নাই।

তামান কাজোত বুড়ি আগোত

বুড়ার দরকার নাই।

বুড়ার বাদে বুড়ি না পায়

যাবার বেটির বাড়ি।

গরম হয়া কয় বুড়িটা

যাবে বুড়াক ছাড়ি।
বুড়া সেলা ফোক ফুলিয়া
খাবার না চান্দায়।
মনে মনে হাসে বুড়ি
খাবার না ডেকায়।
প্যাটের ভোকোত বুড়া কান্দে
কান্দে সেলা বুড়ি।
চা জ্বালেয়া আনিয়া দেয়
এক থালি মুড়ি।
বুড়া কয় "বুড়ি তুই
ছাড়িয়া না যাইস মোক"।
কান্দে বুড়ি ,কয় বলে-
"নাই ছাড়িম তোক"।
বুড়ার মুখোত হাসি ফুটে
বুড়িও হাসিয়া কয়-
"জনম জনম হামার বন্ধন
এইমন ঝিনি অয়"।
****

“বাপই তুই সতৎ থাক।
আন্দার আতিৎ মিলিবে ভাত।।”
-ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা

ভিক্ষা

✍ক্ষিতীশ বর্মন

১

কাহো হামা একশো দিনের কাজ

পায়া খুশি

কাহো পায়খানাতেই খুশি।

কাহো রেশোনের চাউল, গোনদালি ত্যাল

পাওয়ার হিসাব করি।

কাহো টিউবওয়েল নিয়ায় খালি জল তুলি।

কাহো ঘর ঘর করি মরি

মিড ডে মিলের পোকা চাউল নিয়া

কাহো আওয়াজ করি।

নদীর পারোত মদের দোকান তুলি

আর দলে দলে লোক ভোরি।

কাহো এক বোতল ডোল্ডু খায়ায় খুশি

কাহো ভোটার লিস্টে নাম তুলিয়ায় খুসি...!

রাজনীতির চওড়া হাসিখান

কাও দেখিনা!

রোলার ড্রাইভার চ্যাপ্টা করে হামাক

কাও বুঝিনা!

গণতন্ত্র গণধর্ষণ হয়

হামা সহ্য করি!

উন্নতির ছিড়া মোলাট জোড়াতালি নাগায়

হামা বেজায় খুশি।

ন্যাংটা রাজা হাততালি দ্যায়

হামাও দেই..।

ভিক্ষার বাটটি নিয়া ঘুরির

হামা ভাল পাই।

দাতার ভাব নিয়া অচল পাইসার আওয়াজ

কানোত বেইস ভাল নাগে।

ভিখারি পুশির ভাল নাগে

ভিক্ষা দিবার ভাল নাগে।

সবাই বাটি তুলি ন্যাও

দাতার ঘর

মন খুলি ভিক্ষা দ্যাও।

গণতন্ত্রের খোলা মাঠোত

রাজনীতির নাম কীর্তন আসরোত

হরির নুটের বাতাসা জেলা ফিককায়

পরি হরি মরি

বাতাসা কুরাই।

ভগোবানের প্রসাদ লাভ হয়।

জয় রাজার জয়!

জয় হামার জয়!

জীবন দিরঘোজিবি হউক

ভিক্ষাবিত্তি দীরঘোজীবী হউক।

২

রাজা মন্ত্রিলাও ভিক্ষা চায়

পাঁচ বছরে এ্যাকবার।

হামরা গিলা ভিক্ষা চাই

নিশ্বাস চলে যতোবার।

বাঁচার ভিক্ষা,কতার ভিক্ষা
আরো ভাষার ভিক্ষা
বারে বারে হারি তাও
না হয় হামার শিক্ষা।
মনের আগুন জ্বালাও তুই
নেকরে আইয়ের দীক্ষা।
না নাইগবে তালে আর
চাবার তোক ভাষার আর ভিক্ষা।
অ্যাকাডেমির দিসে মোলা
য্যন ছাওয়া ভুলানি খেলা
টোপলা বান্দে কাও
তাও ভাষাক নাগে ভুলা।
ধুলায় মাটি আন্ধার হয়
সর্দি কাশি নাগার যে ভয়।
ফুল ফুটিলে বাসনা বিরায়
হামার খালি দিন বিতী যায়।
এইললা না হয় নয়া রঙ্গ
আগোত ও হইসে বঙ্গ ভঙ্গো।
ভিক্ষার বাটটি থো ফ্যালে তুই
আবাদি করেক ভাষার ভুই,
ভাষার বিচি সিঞ্চাও রে তুই।
হাতোত কলোম মুখোত বুলি
আইয়োক মাথাত নেক রে তুলি
সব দ্বন্দ্ব,ভিক্ষা ভুলি।

****

কলার ভুড়া

✍অভিজিৎ বর্মন

কলার ভুড়া সাজাঙ সখি
তোক চড়েবার তানে,
ভাটি দ্যাশত ভাসি যামো
এই বাইশ্যার বানে।
শুল্টির পাত নিমরে সখি
দিমরে ভুড়াত চালা,
দেওয়া চমকিলে জাবড়ে ধরিম
সখিরে তোর গালা।
আইসে যুদি সিমসিমানি
পানিয়া দেওয়ার ঝরি,
থাকিমো স্যালা জাপটে ধরি
সখিরে চুপ করি।
ওউদ তলাইলে স্যামটা দেওয়ার
নিকলিমো ভুড়া থাকি,
নদীর ঘাটের বনুয়া কাটোল
দেখিমো স্যালা চাকি।
ব্যালা য্যালা ডুবঙ ডুবঙ
সাইনঝা য্যালা শ্যাষ,
চড়িমো আরো সাধের ভুড়াত
যামো ভাটির দ্যাশ।

****

ভাটিব্যালা

✍অভিজিৎ বর্মন

অসের বয়স গেইলরে চলি
ব্যালাও হৈলেক ভাটি,
ভাবিয়া দ্যাখঙ শ্যাষ বয়সত
জীবনটায় মোর মাটি ।
ভালোবাসার মানষি নাইরে
সগায় গেইছে ছাড়ি,
প্রাণ ময়না আগতে গেইছে
নদীর পাড়ের বাড়ি।
কাহোয় নাইরে গোড়ত এলা
সগায় হৈছে পর,
একলায় একলায় হাটি ব্যাড়াঙ
মানসাই নদীর চড়।
বালার চড়ত বসিয়ারে মুই
ভাবঙ মনে মনে,
ডাক দিছে মোর দয়াল বাবা
আইসা নয়া সনে।
গছ গাছালি দোলার জমিন
তাবৎ রইবে পড়ি,
ভাটি ব্যালাত ব্যাটা ভাতিজা
যাইবে ঘাড়ত ধরি।

****

ডারিঘর

✍দীপান্বিতা রায় সরকার

ধূয়া তোল, খলবলি ওঠে
ছাম গাইনের টগবগি খান।
ডারিঘর থাকি ওঠে সুর,
দোতরার বারে যায় মান।
বাটা গুয়া খান, চুন পান
হইড্ডানী ছিলিমের ধূয়া।
আইন্ধার রাইতোত সাইথে
একসাথে মইষালী মায়া।
মায়া ছাড়ি যায়, ছায়া রয়া যায়,
কায় যায়, কার কতা কয়া।
এলা ডারিঘর, খালা পড়ি রয়।
চলি গেইচে মইষালী হাওয়া।

****



নষ্টা

✍তনা বর্মন
অর্থনীতি বিভাগ

শরীর তো নয় যেনো বাসি গোলাপ
ছুয়ে দিলেই খসে পরবে
নারীর দেহের পবিত্রতা।
লোকেরা বলবে চরিত্রহীনা
পাশে দাঁড়াতেও থাকবে না কেউ
কারণ সে যে 'নষ্টা'
আবার 'নষ্টা' নয় তার অংগগুলো
এগুলোতেই রয়েছে মধুর স্বাদ
মাতাল করা সেই লোলুপ ভাব
সেই আবেশে যখন তুমি ঢুকে
পড় কোনো রঙিন পাড়ায়
আর রঙিন পারার বন্ধ কোঠায়
বিশেষণগুলিও হারিয়ে যায়
মেতে ওঠো ভোগের নেশায়
তখন নারী 'নষ্টা' নয় ???
****

"মহাবিশ্বের সীমাহীন পুস্তকালয় আপনার মনের ভীতর অবস্থিত"

— স্বামী বিবেকানন্দ

হলদিয়া গামছা

✍দীপান্বিতা রায় সরকার

হামার হলদিয়া গামছা,
ঝলমল ঝলমল
সূর্যের নাকান হয়।
বিতা দিনের গৌরবগাঁথা,
ঢাকির কাংয় পায়?
মাটি-মাটি গোন্দ গুলা,
ভিতিৰা মন সোন্দায়।
হলদিয়া গামছার গৌরবগাঁথা,
ঢাকির কাংয় পায়?
আমার নদী উথালি পাথালি,
ভাইল্লা গান শুনায়।
মইশাল মাহুত বুড়াই উককথা,
কেং করি ভোলা যায়?
শিপা ছিড়ি গেইলে গছ,
বাঁচি রবার পায়?
আমরা রমু বান্দি বান্দি,
কুদিয়া কায় ডিঙায়!
হলদিয়া গামছা,
ঝলমল ঝলমল
সূর্যের নাকান হয়।

****

নিয়তি

✍মৌসুমি ৰায়
ৰাশিবিজ্ঞান বিভাগ

বৰকৈ মনত পৰিছে তোমাৰ,
মনত পৰিছে হৃদয় বিদাৰক কান্দোনৰ শব্দ
বগা কাপৰেৰে ঢাকি দিয়া তোমাৰ মুখখনি
ফুলৰ মাজত তোমাক যেন
ৰাজকুমাৰ যেনহে লাগিছিল
মোৰ সপোন কোঁৱৰ সচাকৈয়ে সেইদিনা সপোন হৈযে ৰ'ল,
উচুপি উচুপি কান্দিছিলো জানা
তুমি এৰি যোৱাৰ দিনা
স্বপ্নবহুল হৃদয়খন উদং উদং লাগিছিল
এন্ধাৰত মুখ লুকুৱাই সপোনে কান্দিছিল
সান্তনাৰ সাগৰত ডুব গৈ নিজক জীয়াইছিলো
অচিনাকী হাঁহি এটিৰ সৈতে
জলন্ত জুইৰ উদ্মাদ বেদনা
হাহাকাৰ আজি সুখ বিচাৰি
নিয়তিৰ দোষ বুলি নিজক বুজাইছিলোঅ
নষ্টালজিক হৈ সপোন দেখিছিলো ।

****

"পৃথিবীতে প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে আপনি যতটা অর্জন করতে পারবেন, তার চেয়ে ঢের বেশী অর্জন করতে পারবেন ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে।"

- নেলসন ম্যান্ডেলা

मर्यादा

✍पबन छेत्री
संस्कृत विभाग

नारी को मर्यादा सीखाने वाले
हें पुरुष,
तुम अपनी मर्यादा क्यों
भूल जाते हो।
अपनी मानवता को
मार कर,
बलात्कार जैसे कु- कर्म
क्यों कर जाते हो।
जिस नारी की योनि से जन्मे हो
उसकी प्राप्ति की अति आसक्ति में,
अपनी गरिमा को तुम
क्यों भूल जाते हो।
हें पुरुष तुम अपनी मर्यादा
क्यों भूल जाते हो॥
शास्त्र भी कहता है -
"यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः",
फिर भी तुम पाप क्यों
कर जाते हो।
नारी को मर्यादा सीखाने वाले
हें पुरुष,
तुम अपनी मर्यादा
क्यों भूल जाते हो॥

****

List of the Members of Sarinda

Antara Khatun	Bengali	M.Phil
Ashim Roy	Sanskrit	Ph.D
Atowar Hossain	Bengali	M.Phil
Avijit Ray Patwary	Sanskrit	Ph.D
Babli Roy	Bengali	MA
Barnali Choudhuru	Economics	MA
Bhrigu Rajkhowa	Sanskrit	Ph.D
Bijoya Chakraborty	Sanskrit	Ph.D
Bikram Barman	ACE	UG
Bikram Barman	Law	UG
Biplab Biswas	History	MA
Bishnupada Barman	Sanskrit	M.Phil
Biswajit Rudrapaul	Sanskrit	Ph.D
Chhapikul Miah	Sanskrit	Ph.D
Chiranjit Roy	Math	M.Sc
Deepjyoti Roy	Sanskrit	MA
Gitanjali Prodhani	Statistics	MA
Hirak Roy	Bengali	M.Phil
Hiraman Biswas	Sanskrit	Ph.D
Hiten Barman	Sanskrit	Ph.D
Jadab Barman	Bengali	MA
Jagriti Bora	B.Tech	UG
Jayanta Sarkar	Sanskrit	Ph.D
Jaynath Barman	ACE	UG
Kajal Poddar	History	Ph.D
Kallol Roy	Sanskrit	Ph.D
Kalyan Barman	Bengali	M.Phil
Kanchan Barman	Sanskrit	Ph.D
Kanteswar Roy	Sanskrit	M.A
Koyel Roy	Bengali	M.Phil
Kripabar Ray Sarkar	Ecology	PRJT. Fellow

Lalkrishna Barman	Sanskrit	M.A
Manideepa Roy	History	MA
Milon Barman	Sanskrit	Ph.D
Mousumi Roy	Statistics	MA
Mriganka Sahariya	B.Pharm	UG
Mrinal Roy	Bengali	M.Phil
Mukul Chandra Ray	Sanskrit	Ph.D
Nabami Adhikari	Sanskrit	MA
Nihar Das	Bengali	M.Phil
Nipan Rroy	Sanskrit	Ph.D
Nirmal Kr. Roy	Performing Arts	UG
Pabitra Roy	History	MA
Pankaj Das	Bengali	Ph.D
Pankaj Sarkar	Bengali	M.Phil
Paritosh Mali	Bengali	Ph.D
Prasenjit Barman	Bengali	Ph.D
Priyanka Dutta	Hindi	MA
Rajesh Barmab	ESE	MA
Raktim Bhuyan	Education	MA
Ramjan Ahmed	Microbiology	Ph.D
Rana Barman	Bengali	M.Phil
Rattan Barman	Sanskrit	MA
Roji Roy	Computer Science	MA
Rupan Kr. Barman	Bengali	M.Phil
Sandip Roy	Sanskrit	PhD
Sanghamitra Singha	Performing Arts	UG
Souravl Das	Bengali	MA
Sujan Mahapatra	Sanskrit	Ph.D
Sujit Barman	Sanskrit	MA
Susmita Koch	Bio-tech	M.Sc
Tana Barman	Economics	MA
Tanbir Sharif Rabbani	Comparative Lit.	MA



Tapan Shil	Sanskrit	Ph.D
Tapas Karjee	Sanskrit	Ph.D
Tapash Barman	CSE	UG
Utpal Sarkar	Sanskrit	M.Phil